আগুনে ফেটে পড়া প্রতিকারের আগ্রহ

৩ আগস্ট, তালাইমারিতে সেই দিন শুধু পুলিশ বক্স ভাঙেনি, ভেঙেছিল ভয়, ভেঙেছিল দখলের দম্ভ।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা জ্বালিয়ে দিয়েছিল প্রতিরোধের আগুন,

যার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা শহরে–রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা ভয়ে পিছু হটেছিল।

এই বিক্ষোভ শুধু ৯ দফা দাবি নয়, এটা ছিল আত্মমর্যাদার জাগরণ।

ফ্যাসিবাদের দোসররা হেরে গিয়েছিল শুধু পদত্যাগে আর পলায়নে নয়, গণশক্তির বিস্ফোরিত সম্মিলনে।

৩ আগস্ট, রাজশাহী: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বানে ঘোষিত 'অসহযোগ আন্দোলন' সফল করতে সকাল সাড়ে ১০টা থেকেই উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে শুরু করে তালাইমারি, ভদ্রা হয়ে রেলগেট পর্যন্ত বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়–'ফ্যাসিবাদের দোসরদের কোনো ছাড় নেই!'

চার ঘণ্টার টানা অবরোধ শেষে, দুপুর আড়াইটার দিকে মিছিলকারীরা রাজপথ ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বিপ্লবীরা রেলগেটের পুলিশ বক্সগুলোতে আঘাত হানে–যেখানে বারবার বৈষম্য তৈরী করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে। আগুনের শিখা ছুঁয়ে যায় সেই প্রতীকগুলো, যেগুলো এতদিন ছিল নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের দম্ভের আশ্রয়স্থল।

পুলিশের অস্ত্রের ভয় দেখানো, সন্ত্রাসী হামলার হুমকি–কিছুই থামাতে পারেনি রাজশাহীর সাহসী ছাত্র-জনতার জাগরণ।

সেদিন তারা ঘোষণা দিয়েছিল: 'ফ্যাসিবাদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত রাজপথে থাকবে বিপ্লবের মিছিল!

৪ আগস্টের সেই উত্তাল বিকেলে শুধু রাজপথ নয়,
জেগে উঠেছিল রাজশাহীর প্রতিটি হৃদয়। রুয়েট গেট থেকে ভদ্রা স্মৃতি অম্লান চত্বরে হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল একটাই দাবি–
ফ্যাসিবাদের পতন।
ঘাম-ভেজা শরীরে স্লোগান দিতে দিতে ক্লান্ত বিপ্লবীরা যখন পা টানছিল,
তখনই দরজা খুলে এগিয়ে এলেন মা-বোনেরা।
কেউ দিলেন ঠান্ডা পানি, কেউ বাড়ির হালকা খাবার–
নিঃশব্দ ভালোবাসার বিপ্লব ঘটালেন তারাও।
সেদিন বোঝা গিয়েছিল, এই সংগ্রাম শুধু ছাত্রদের না,
এই সংগ্রাম মানুষের–
এখানে কোনো রাজনীতি না,
এখানে আছে ক্ষুধার জেদ, চোখের জল, আর অদম্য মর্যাদা।
বিপদের মুখে এ জাতি কেমন হয়ে ওঠে?
সেদিন রাজপথে তার জবাব ছিল–
'যত বিপদ, তত ঐক্য'।
এটাই তো প্রকৃত স্বাধীনতার শুরু।

৪ আগস্টের রাজশাহী ছিল আতঙ্কে ঢাকা, কিন্তু ভয় নয়–প্রতিবাদের আগুনই ছিল বেশি স্পষ্ট। মতিহার থানা পুলিশের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ অস্ত্র, রামদা, লাঠি ও ককটেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনোদপুরে।

এই এলাকাটি তখন ছিল বিপ্লবীদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল, কারণ ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। কিন্তু শুধু তাই নয়–বিনোদপুর শিবির অধ্যুষিত বলে সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল সেখানে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বিপ্লবীদের দমন করতে। তারা ককটেল ফাটিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছিল–"এই রাজপথ তোমাদের নয়।"

কিন্তু তারা জানে না, বিপ্লবীরা রক্ত ভয় পায় না, মৃত্যু তাদের কাছে স্বাধীনতার আরেক নাম।

এই ছবিটি তোলা হয় যখন অস্ত্রসজ্জিত ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা ককটেল ফাটিয়ে রাজপথ দখল করতে আসে, শেখ হাসিনা এবং শেখ মুজিবের নামে তারা চালায় ত্রাসের শোডাউন। পুরো আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল ধোঁয়ায়, কিন্তু বিপ্লবের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ।

ফ্যাসিবাদী শাসনের শেকড় উপড়ে ফেলতে ৪ আগস্ট রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আহ্বানে রাজপথে নেমে আসেন শ্রমিক, রিকশাচালক, অটোচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষ। স্কুল-কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়–সবার কণ্ঠে এক সুর: ফ্যাসিবাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতেই এ লড়াই। এই জনজোয়ারই জানান দিচ্ছে, প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে।

৪ আগস্ট, নিপীড়ন আর ফ্যাসিবাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে 'অসহযোগ আন্দোলন' সফল করতে তালাইমারির মোড়ে একে একে জড়ো হচ্ছেন সংগ্রামী শিক্ষার্থীরা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে গড়ে তুলছেন তারা প্রতিরোধের অদৃশ্য প্রাচীর। এক বিপ্লবীর মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে দিচ্ছেন আরেক বিপ্লবী– প্রতীকী সেই দৃশ্য যেন নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্নে শপথ নেওয়া এক অদম্য প্রত্যয়।

৫ আগস্ট ছিল 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির দিন। তবে রাজশাহী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা সিদ্ধান্ত নেন– প্রথমে রাজশাহীকেই করতে হবে ফ্যাসিবাদমুক্ত। সেই ডাকেই রাজপথে নামে হাজারো মানুষ। একসাথে বয়ে যায় আশা, প্রতিরোধ আর পরিবর্তনের জোয়ার।

৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর তালাইমারি মোড়, রাজশাহী।
"যেদিন সূর্যটা ঢলে পড়ছিল, সেদিনই রাজপথে উঠে এসেছিল আগুনের মতো মানুষ।"
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে 'মার্চ ফর ঢাকা'র আদলে রাজশাহীর তালাইমারিতে অনুষ্ঠিত হয় এক লালবর্ণের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ, যা ছিল শুধুই প্রতিবাদ নয়–একটি বিপ্লবের ঘোষণাপত্র। দুপুরের তালাইমারিতে, যখন চারপাশে ভয়ের ছায়া, পুলিশের রণপ্রস্তুতি, আর নজরদারির চোখ–তখনই হাজারো মানুষ, শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে রাজশাহীর সাধারণ জনতা, এক কণ্ঠে উচ্চারণ করে:
"এই রাজপথেই ফয়সালা হবে–ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ক্ষমতার দম্ভের বিরুদ্ধে।"
তালাইমারি মোড় সে দিন পরিণত হয় এক দাবানলে–
যেখানে স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল বাতাস,
যেখানে সাহসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শাসকের থাবা।
জীবনের ঝুঁকি নেওয়া মানুষগুলো বলেছিল,
"আমরা কাউকে ভয় পাই না–তোমাদের গুলি নয়, আমাদের জাগরণই শেষ কথা বলবে।"
তালাইমারির সেই দুপুর তাই আর শুধুই দুপুর ছিল না–
এটি ছিল এক ইতিহাসের জন্মমুহূর্ত।
একটি নতুন বাংলাদেশের আহ্বান।
একটি শাসক শ্রেণি কাঁপানো স্পর্ধার দিন।

গণতন্ত্রের মোড়কে বারবারই দেশে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্যাসিবাদ–এই নির্মম বাস্তবতা যেন আর অজানা নয়, এমনকি শিশুর কাছেও। ৪ আগস্ট রাজশাহীর তালাইমারিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে একটি শিশু উঁচিয়ে ধরে ইসলামি শরীয়াহ আইনের দাবিতে লেখা ফেস্টুন– প্রতিবাদের এই মুহূর্তটি যেন সময়কে ছুঁয়ে যায় এক নিঃশব্দ অথচ শক্তিশালী ভাষায়।

৪ আগস্টে, রুয়েট গেট থেকে শুরু হয়েছিল কেবল একটি মিছিল নয়– সেটা ছিল জাতির ঘুম ভাঙার পদধ্বনি। তালাইমারি পেরিয়ে ভদ্রা স্মৃতি অম্লান চত্বরে এসে জমা হয়েছিল ভাঙা স্বপ্ন, অটল আশা, আর অবিচল প্রতিজ্ঞা। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক–সবাই হাতে হাত রেখে বলেছিল, 'স্বৈরাচার নয়, এবার মানুষের রাষ্ট্র চাই'। সে দিন রাজপথে শুধুই পদচিহ্ন পড়েনি, লেখা হয়েছিল প্রতিরোধের আরেকটি অনন্য অধ্যায়।